থুতুর নমুনা

আপনার ফুসফুস বা গলা থেকে যে শ্লেষ্মা বের হয় তাকে বলা হয় থুতু। যদি আপনার ফুসফুসে যক্ষার লক্ষণ থাকে, তাহলে আপনার থুতুর কিছু নমুনা সংগ্রহ করা হবে এবং পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে। তারপর যক্ষার জীবাণু দেখা যায় কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সেগুলোকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেখে পরীক্ষা করা হবে।

যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে জীবাণু দেখা যায়, তাহলে একে বলা হয় থুতুর নমুনায় পজেটিভ যক্ষা এবং আপনি কাশি বা হাঁচি দিলে অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে জীবাণু দেখা না যায়, কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা যায় যে আপনার সক্রিয় যক্ষা রয়েছে, তাহলে একে বলা হয় থুতুর নমুনায় নেগেটিভ যক্ষা। এর অর্থ হচ্ছে আপনি অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়ানোর সম্ভাবনা কম।

কালচার টেস্ট

যদি আপনার থুতু পরীক্ষা করা হয়, তাহলে নমুনাটি থেকে যক্ষার জীবাণু জন্মানো যায় কিনা তা পরীক্ষাগারটি দেখার চেষ্টা করবে। একে বলা হয় কালচার টেস্ট।

যদি মনে করা হয় যে ফুসফুস বা গলা ছাড়া আপনার দেহের অন্য কোনো স্থানে সক্রিয় যক্ষা রয়েছে, তাহলে দেহের যে স্থানে যক্ষা রয়েছে বলে ধারণা করা হবে সেই স্থান থেকে কোষের একটি ছোট নমুনা সংগ্রহ করা হতে পারে (একে বায়োপসি বলা হয়), অথবা একটি সুঁইয়ের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণ কোষ বা তরল পদার্থ সংগ্রহ করা হতে পারে। নমুনাটি থেকে যক্ষার জীবাণু জন্মানো যায় কিনা (কালচার) তা দেখার জন্য তারপর এটিকে পরীক্ষাগারে পাঠানো হবে।

যেহেতু যক্ষার জীবাণু খুব ধীরে বাড়ে ও বংশবৃদ্ধি করে, তাই কালচার টেস্টের ফলাফল প্রকাশের আগে ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। যদি ফুসফুস ছাড়া আপনার দেহের অন্য কোনো অংশে সক্রিয় যক্ষা পাওয়া যায়, তাহলে আপনার ফুসফুসেও যক্ষা নেই তা পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে বুকের এক্স-রে করার জন্য বলা হবে।

যক্ষা সতর্কীকরণ (টিবি অ্যালার্ট) সম্পর্কিত

TB Alert **(টিবি অ্যালার্ট)** হচ্ছে একটি অনন্য দাতব্য কর্মসূচি, যা বিশ্বজুড়ে যক্ষা সম্পর্কে যুক্তরাজ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে। আরো বেশি সংখ্যক রোগী যাতে যথাযথ তথ্য ও চিকিৎসা লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যুক্তরাজ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করি। আপনাদের সহায়তায় আমরা যক্ষার প্রভাবের উপর বিশ্বব্যাপী একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারি এবং আরো বেশি জীবন রক্ষা করতে পারি।

আপনার পরিবার ও বন্ধুদেরকে যক্ষা থেকে সুরক্ষিত রাখুন-যক্ষার সব ঔষধ সেবন করুন

মনে রাখবেন আপনার পুরো চিকিৎসাকালীন সময়ে আপনাকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেয়ার জন্য এখানে যক্ষার নার্স রয়েছেন। যদি আপনি আপনার চিকিৎসায় অসুস্থ বোধ করেন অথবা আপনার ঔষধ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে যদি আপনি নিশ্চিত না হন তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার টিবি (যক্ষা) নার্সের সাথে যোগাযোগ করুন।

আপনার যক্ষার নার্স হচ্ছেনঃ

আপনার হাসপাতালের ডাক্তার হচ্ছেনঃ

যোগাযোগের নম্বরঃ

ই-মেইলঃ

TB Alert (যক্ষা সতর্কীকরণ) হচ্ছে একটি অনন্য দাতব্য কর্মসূচি, যা যুক্তরাজ্যে যক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং রোগীদেরকে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে এনএইচএস-এর কাজে সহায়তা প্রদান করে। সকল রোগী যাতে যথাযথ চিকিৎসা লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করি। আপনাদের সহায়তায় আমরা যক্ষার প্রভাবের উপর বিশ্বব্যাপী একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারি এবং আরো বেশি জীবন রক্ষা করতে পারি।

TB Alert,
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
ফোনঃ 01273 234030

আরো তথ্যের জন্য অথবা এই লিফলেটের কপির জন্য, অনুগ্রহ করে 01273 234 770 নম্বরে যোগাযোগ করুন (শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে)।

TB Alert সাহায্য করতে দান করার জন্য অথবা স্বেচ্ছাসেবা প্রদানের জন্য, অনুগ্রহ করে 01273 234 784 নম্বরে যোগাযোগ করুন (শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে)।

অথবা www.tbalert.org ঠিকানায় আমাদের ওয়েবসাইটে যান

যক্ষার চিকিৎসা সম্পর্কে এই লিফলেটে তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আপনার নার্স/ডাক্তার বা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী অন্য পেশাজীবীদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও মূল্যায়নের বিকল্প প্রদান করা এর উদ্দেশ্য নয়। এই লিফলেটে প্রদত্ত কোনো তথ্য যক্ষার চিকিৎসার কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা এর উদ্দেশ্য নয়। আপনার চিকিৎসা সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী পেশাজীবীকে অবহিত করা উচিত।

মূল উন্নয়ন কাজটি করেছে নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন টিবি নেটওয়ার্ক

সীমিত গ্যারান্টি সহ একটি কোম্পানি ইংল্যান্ডে নিবন্ধন নং: 3606528 নিবন্ধিত দাতব্য প্রতিষ্ঠান নং: 1071886 ডিজাইনঃ worksong, london 020 8352 8300

for a future without tuberculosis

যক্ষা (টিবি) এবং এর রোগনির্ণয়

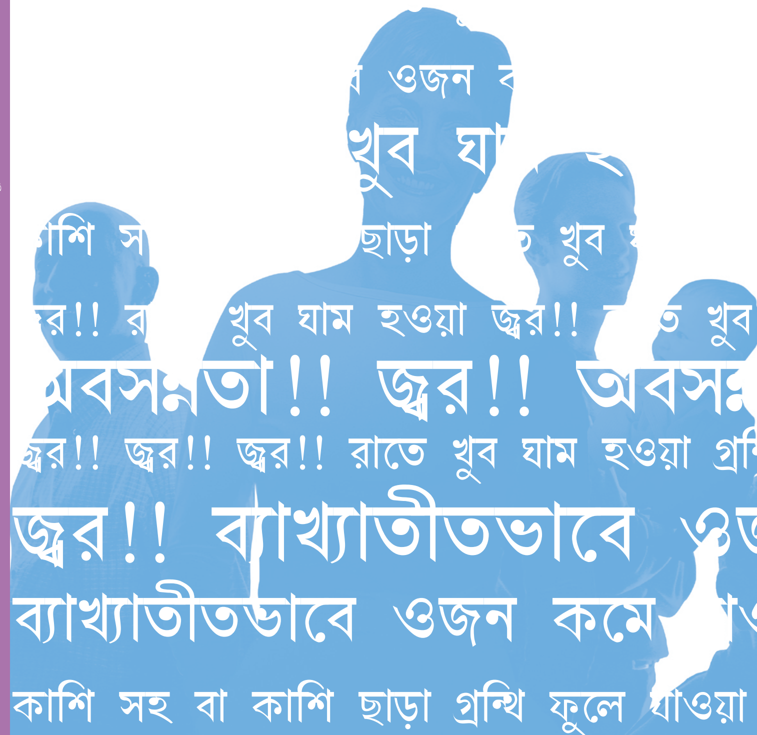

NHS

যক্ষা কি?

যক্ষা (টিবি) একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসে পাওয়া যায় কিন্তু এটি দেহের যে কোনো অংশকে আক্রান্ত করতে পারে। একে বলা হয় সক্রিয় যক্ষা। কমপক্ষে ছয়মাস ধরে ঔষধের একটি কোর্স সম্পন্ন করার মাধ্যমে সক্রিয় যক্ষা নিরাময় করা যায়।

শুধুমাত্র ফুসফুস বা গলার যক্ষা সংক্রমণ ছড়াতে পারে এবং অধিকাংশ মানুষ ঔষধ গ্রহণ শুরু করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই আর সংক্রামক থাকেন না।

এছাড়াও সুপ্ত যক্ষা, বা যক্ষার সুপ্ত সংক্রমণ থাকা সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে আপনার দেহের ভিতরে জীবাণু রয়েছে কিন্তু আপনার দেহ সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখছে এবং আপনাকে অসুস্থ হতে দিচ্ছে না। যাদের সুপ্ত যক্ষা রয়েছে তাদের দেহে কোনো লক্ষণ দেখা যায় না এবং তারা অন্যদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়াতে পারে না।

কীভাবে যক্ষা হয়?

ফুসফুস বা গলার যক্ষায় আক্রান্ত কেউ কাশি বা হাঁচি দিলে, জীবাণুগুলো বাতাসে ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অন্যরা সেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে টেনে নিতে পারে। সেই সব ব্যক্তিদের যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যারা যক্ষা রোগীর সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন (সাধারণত স্বামী/স্ত্রী এবং একই বাড়িতে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তিরা, অথবা কদাচিৎ ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা)। থুতু ফেলা বা কোনো সামগ্রী ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার মাধ্যমে যক্ষা ছড়ায় না।

যক্ষার লক্ষণগুলো কী কী?

ফুসফুসে যক্ষার সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছেঃ

- **কাশি তিন সপ্তাহের বেশি সময়েও ভালো না হওয়া।** এটি একটি শুষ্ক বিরক্তিকর কাশি হিসেবে শুরু হতে পারে, যা হয়তো বুকের যে কোনো সংক্রমণ থেকে পৃথক কিছু বলে মনে হবে না। যক্ষার কাশি কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে অব্যাহত থাকবে এবং ক্রমাগত খারাপের দিকে যাবে।
- **সুস্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া।**
- **জ্বর ও রাতে খুব ঘাম হওয়া।** এই রোগের কারণে যে জ্বর আসে তা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাতে আসে যার ফলে রোগীর মাত্রাতিরিক্ত ঘাম হয়, এত বেশি পরিমাণে যে মাঝরাতে হয়তো বিছানার সব চাদর বদলানোর প্রয়োজন হতে পারে।
- **ক্লান্তি ও অসুস্থতার একটি সাধারণ ও অস্বাভাবিক অনুভূতি।**
- **ক্ষুধা কমে যাওয়া।**
  এই সবগুলো লক্ষণ আবার অন্য কোনো সমস্যারও লক্ষণ হতে পারে।

আমার যক্ষা আছে কিনা তা আমি কীভাবে জানবো?

যদি এই লক্ষণগুলোর মধ্যে আপনার তিন বা তারচেয়ে বেশি লক্ষণ থাকে, তাহলে আপনার উচিত হবে আপনার জিপি>র সাথে দেখা করা (যদিও এর যে কোনোটি অন্য কোনো রোগ নির্দেশ করতে পারে যা আপনার জিপি>র সাথে পরীক্ষা করা উচিত)।যদি তারা মনে করেন যে যক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে তারা আপনাকে স্থানীয় বক্ষ বা যক্ষা ক্লিনিকে রেফার করবেন, যেখানে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে।

যদি আপনি এমন কাউকে চিনেন যার সংক্রামক যক্ষা রয়েছে, তাহলে ডাক্তাররা সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে তিনি কাদের সাথে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। তারপর হেলথ সার্ভিসেস যাদেরকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে বিবেচনা করবে তাদের সবার সাথে যোগাযোগ করবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য আসতে অনুরোধ জানাবে।

বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষাগুলো হচ্ছেঃ

স্কিন টেস্ট বা ত্বক পরীক্ষা (ম্যানটক্স)

ত্বক পরীক্ষা নির্দেশ করে যে আপনার দেহ আগে কখনো যক্ষার জীবাণুর সংস্পর্শে এসেছে কিনা। আপনি বিসিজি টিকা নেয়ার মাধ্যমে (যাতে জীবাণুটির একটি নিরাপদ রূপ থাকে), অথবা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে যক্ষার জীবাণু গ্রহণের মাধ্যমে সংস্পর্শে আসতে পারেন। একে বলা হয় ম্যানটক্স টেস্ট এবং এতে টিউবারকুলিন নামক সামান্য পরিমাণ তরল পদার্থ আপনার ত্বকের একেবারে উপরের স্তরের মধ্যে একটি ছোট সুঁই ও সিরিঞ্জের মাধ্যমে সরাসরি ইনজেক্ট করা হবে। এতে সুঁই ফোটানোর জন্য সামান্য ব্যথা হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যথা হবে না। ২-৩ দিন পর পরীক্ষার স্থানটি মূল্যায়ন করা হয়।

যদি টেস্টটি পজেটিভ হয়, তাহলে স্থানটি লাল হয়ে ফুলে যাবে। আপনি স্থানটি প্লাস্টার দিয়ে ঢাকা, এটিকে চুলকানো বা ঘষা, অথবা ওই স্থানে কোনো তেল, ক্রিম বা প্রসাধনী ব্যবহার করা উচিত হবে না। আপনি স্থানটিকে স্বাভাবিকভাবে সাবান ও পানি দিয়ে ধুতে পারেন। আকার ও লাল হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন গ্রেড রয়েছে। ক্লিনিকের ডাক্তার বা নার্স ওই স্থানটি পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষার ফলাফল আপনার কাছে ব্যাখ্যা করবেন।

একটি পজেটিভ স্কিন টেস্ট বলতে কী বোঝায়?

একটি পজেটিভ স্কিন টেস্ট বা ত্বক পরীক্ষা বলতে অনেক কিছু বোঝাতে পারেঃ

আপনি বিসিজি টিকা নিয়েছিলেন। যদি আপনি নিয়ে থাকেন, তাহলে একটি ছোট প্রতিক্রিয়া দেখার আশা করা হয় এবং এটি স্বাভাবিক।

আপনার সুপ্ত যক্ষা থাকতে পারে। সুপ্ত সংক্রমণ নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলা হতে পারে।

আপনার সক্রিয় যক্ষা থাকতে পারে এবং আরো পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে একজন ডাক্তার দেখাতে হবে।

একটি নেগেটিভ স্কিন টেস্ট বলতে কী বোঝায়?

এর অর্থ হচ্ছে আপনি হয়তো আগে কখনো যক্ষার জীবাণুর সংস্পর্শে আসেননি। কিন্তু এর অর্থ এটাও হতে পারে যে আপনাকে সময়ের আগেই পরীক্ষা করা হয়েছে অথবা আপনার শরীর পরীক্ষার প্রতি প্রতিক্রিয়া দেখাতে সক্ষম নয়।

এই পরীক্ষাটি ৬ সপ্তাহ পর আবার করার প্রয়োজন হতে পারে। নেগেটিভ ফলাফল সব সময় এটি বোঝায় না যে আপনার যক্ষা নেই।

যদি আপনার যক্ষা না থাকে কিন্তু আপনি যেখানে বসবাস করেন অথবা যেখানে কাজ করেন তার উপর ভিত্তি করে যদি অধিকাংশ মানুষের তুলনায় আপনার যক্ষায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তাহলে আপনাকে বিসিজি টিকা নেয়ার প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। যদি আপনার শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুব দুর্বল হয় (যেমন এইচআইভি আক্রান্ত বা অঙ্গ-সংযোজিত রোগী) তাহলে আপনাকে বিসিজি টিকা গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হবে না, কারণ এই সকল ক্ষেত্রে জীবন্ত টিকার ঝুঁকি খুব বেশি থাকে।

রক্ত পরীক্ষা

যক্ষার জন্য একটি বিশেষ রক্ত পরীক্ষা রয়েছে। যদি আপনার স্কিন টেস্ট পজেটিভ হয় এবং আপনি সংক্রামক যক্ষায় আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে থাকেন (কিন্তু আপনার কোনো লক্ষণ না থাকে), তাহলে আপনার সুপ্ত যক্ষা আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে এই পরীক্ষাটি করার জন্য বলা হতে পারে। যদি রক্ত পরীক্ষার ফলাফল পজেটিভ হয়, তাহলে আপনার সক্রিয় যক্ষা নেই তা পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে আরো পরীক্ষা দেয়া হতে পারে।

৩৫ বছরের কম বয়সী যে সব ব্যক্তির সুপ্ত যক্ষা আছে তাদেরকে তিন বা ছয় মাস মেয়াদী একটি চিকিৎসা কোর্স প্রদান করা হতে পারে। যাদের বয়স ৩৫ বছরের বেশি এবং এইচআইভি-তে আক্রান্ত নন তাদেরকে চিকিৎসা প্রদান করা হবে না কারণ যক্ষা-বিরোধী ঔষধের কারণে যকৃৎ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। এইচআইভি-তে আক্রান্তদেরকে সবসময়ই চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তাদের বয়স যাই হোক না কেন, কারণ তাদের সুপ্ত যক্ষা আরো সহজে সক্রিয় হতে পারে এবং তারপর এইচআইভি রোগকে বাড়িয়ে তুলবে।

বুকের এক্স-রে

যদি আপনার যক্ষার লক্ষণ থাকে, তাহলে আপনাকে বুকের এক্স-রে করার জন্য পাঠানো হবে। এটি ডাক্তারদেরকে দেখাবে যে আপনার ফুসফুসে যক্ষা আছে কিনা অথবা কখনো ছিল কিনা।